ঘরামি-পোড়েলের জোড়া শতরানে দিল্লির বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা : কল্যাণীতে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে জমি শক্ত করল বাংলা। সুদীপ কুমার ঘরামি ও অভিষেক পোড়েলের দুরন্ত শতরানে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড নিয়েছে গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় বাংলার সংগ্রহ তিন উইকেটে ৩০৪। ক্রিজে জমে রয়েছেন দুই শতরানকারী। তাঁদের ব্যাটে ভর করেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পথে বাংলা।



প্রথম ইনিংসে দিল্লিকে ২৪০ রানে আটকে দিয়েছিলেন বাংলার বোলাররা। মহম্মদ শামি চারটি ও আমির গণি তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিংয়ে বড় ধাক্কা দেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অবশ্য শুরুটা মসৃণ হয়নি বাংলার। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৩৪ রান করে ফিরলেও অন্য ওপেনার অঙ্কুর পাল করেন ১৭। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ও মাত্র দু'রানে আউট হয়ে যান। ১০৫ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলা।

সেই পরিস্থিতি থেকে ইনিংসের হাল ধরেন ঘরামি ও পোড়েল। চতুর্থ উইকেটে তাঁদের অবিচ্ছিন্ন জুটি দিল্লির বোলারদের যাবতীয় স্বস্তি কেড়ে নেয়। দু'জনে মিলে দিনের বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দলকে তিনশোর গণ্ডি পার করান। ২২১ বল খেলে ১৭টি চারের সাহায্যে ১২২ রানে অপরাজিত ঘরামি। অন্যদিকে, ১৬১ বলে ১৩টি চার ও একটি ছক্কায় ১১৪ রান করে ক্রিজে রয়েছেন পোড়েল। তাঁদের জুটিতে যোগ হয়েছে ১৯৯ রান।

দীর্ঘ ৩৬ দিন জেলবন্দি থাকার পর জামিনে মুক্ত হয়ে বাংলার দলে ফিরেছিলেন পোড়েল। মাঠে ফিরে তাঁর এই শতরান নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তৃতীয় দিনে রান বাড়িয়ে দিল্লিকে আরও চাপে রাখার লক্ষ্য বাংলার। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবিধা কাজে লাগিয়ে জয়ের দিকেও নজর থাকবে দলের।

আজ আল শোর্তার মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল, পাখির চোখ তিন পয়েন্টে

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে আল শোর্তার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে বাড়তি গুরুত্ব পেল নির্দিষ্ট একটি কৌশল। প্রায় ৫০ মিনিট ধরে একই ধরনের অনুশীলন করালেন কোচ আন্তোনিও হাবাস। আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হারলেও সেই ধাক্কা সরিয়ে রেখে আপাতত এএফসি-র লড়াইয়েই মন দিতে চাইছেন লাল-হলুদ কোচ। শিল্ডের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দলকে আরও গুছিয়ে নেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

বিদেশি ফুটবলারদের রেজিস্ট্রেশন নিয়েও সতর্ক পদক্ষেপ করেছে ইস্টবেঙ্গল। ইফিয়ংয়ের ভিসা জটিলতা এখনও না মেটায় তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে ছয় বিদেশিকে নথিভুক্ত করানো হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন ইকোনোমিডিসও। চোট সারিয়ে কলকাতায় ফিরলেও আপাতত রেজিস্ট্রেশনের তালিকায় জায়গা হয়নি নাচোর। তবে দু'জনের কাউকেই এখনই পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি ক্লাব। অন্য দিকে, একের পর এক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার পরে আনোয়ারকে শিল্ড ফাইনালে না নামিয়ে চোটের ঝুঁকি এড়িয়েছিলেন হাবাস।

আজ যুবভারতীতে আল শোর্তার বিরুদ্ধে নামার আগে প্রতিপক্ষকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। ইরাকি দলের কোচ সামি ত্রাবেলসি ভারতীয় ফুটবলের



উন্নতির কথা উল্লেখ করে লাল-হলুদকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বলে মেনে নিয়েছেন। তবে ড্রয়ের জন্য কলকাতায় আসেনি তাঁর দল, তিন পয়েন্টই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। মিডফিল্ডার বাসাম শাকের আহমেদও এই লড়াইয়ের আগে আত্মবিশ্বাসী। যুবভারতীর দর্শকসমর্থন ইস্টবেঙ্গলের শক্তি হতে পারে, তা মেনেও মাঠে এগারো জনের লড়াইকেই গুরুত্ব দিচ্ছে আল শোর্তা। এবার ঘরের মাঠে সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে প্রস্তুত হাবাসের দল।

বাংলায় এল ক্লাসিকো

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা : ব্রাজিল-উরুগুয়ের পর এবার কি বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আরো বড়ো চমক? সব ঠিক থাকলে নভেম্বরে এ রাজ্যে দেখা যেতে পারে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা দুই ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের লড়াই। ক্লাব ফুটবলের এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার নাম 'এল ক্লাসিকো'। এখনও পর্যন্ত ২৫ নভেম্বর ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগেই এই ম্যাচ হওয়ার কথা। তবে আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি।

হার দিয়ে আইএসএল শুরু বাগানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুয়াহাটি : আইএসএলের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট মোহনবাগানের। গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে ০-১ গোলে হেরে লিগ অভিযান শুরু করল সবুজ-মেরুন। সংযোজিত সময়ে জিতিন এমএসের গোলে জয় ছিনিয়ে নিল পাহাড়ের দল। অথচ ম্যাচের অধিকাংশ সময় গোলের সুযোগ তৈরি করেও তা কাজে লাগাতে পারেনি মোহনবাগান। একের পর এক ভুলের মাশুল দিতে হল শেষ পর্যন্ত। জেমি ম্যাকলারেন না থাকায় আক্রমণের প্রধান ভরসা ছিলেন লি আরউইন। ম্যাচের আট মিনিটেই তাঁর জোরালো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। প্রথমার্ধের শেষেও সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ফের গোলের সামনে ব্যর্থ আরউইন। নর্থইস্টের গোলকিপার গুরমীত সিং একবার তাঁর শট আটকালেও পরের সুযোগে কার্যত ফাঁকা গোল পেয়েও বল জালে রাখতে পারেননি তিনি। ৮৮ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ক্রস থেকে সুহেল আহমেদ ভাটের শট পোস্টে লেগে বাইরে চলে যায়। ম্যাচের শেষ দিকে আলাদিনের দূরপাল্লার শট কোনও রকমে বাঁচান বিশাল কাইথ। ফিরতি বল জালে পাঠিয়ে দেন জিতিন। তাতেই সবুজ-মেরুনের যাবতীয় আশা শেষ। আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ডার্বি জিতে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, আইএসএলের প্রথম ম্যাচে তা ধরে রাখতে পারল না মোহনবাগান।

বিজ্ঞান *অনিবার্য কারণ বশত আজ মঙ্গলবার নিয়মিত বিভাগ 'বিজ্ঞান' প্রকাশিত হল না। আগামী সপ্তাহ থেকে যথারীতি।*

বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

বঁক অঁফ বড়ৌদা Bank of Baroda

আরওএসএআরবি জিকেওএল

ডিএন ১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর-V, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০০৯১

ই-মেল : sargko@bankofbaroda.bank.in

সংযোজনী-এ

স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি "পরিশিষ্ট-IV-A [রুল ৮(৬) অথবা ৯(১)-এর শর্ত দেখুন]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(৬) অথবা ৯(১) রুল অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহণকারী (দের), বন্ধকদার (দের) ও জামিনদার(দের) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/মূল্যায়িত রাখা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যেটি সিকিওরড ক্রেডিটর **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক অধিগ্রহণ করে নিয়েছে সেটি "যেখানে যেমন সেখানে তেমন" ও "যেটা যেমন সেটা তেমন" ও "সেটি যেমনই হোক"-এই ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ পেতেনিম্নে বর্ণিত অ্যাকাউন্ট/গুলির ক্ষেত্রে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহণকারী / বন্ধকদার / জামিনদার / গণ/ বন্ধক রাখা সম্পত্তি /গুলি/বকেয়া / সংরক্ষিত মূল্য / বৈদ্যুতিন নিলামের দিন ও সময়, ইএমডি ও বিড ইনক্রিস মূল্য নিচে বর্ণনা করা হল :

ক্রম /লট নং	ঋণগ্রহণকারী / দের / জামিনদার / দের নাম ও ঠিকানা	দায় সমেত (যদি কিছু থাকে) স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	মোট বকেয়া	বৈদ্যুতিন নিলামের দিন ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য ইমডি মূল্য বিড ইনক্রিস মূল্য	অধিগ্রহণের ধরণ (কনস্ট্রাকটিভ / ফিজিক্যাল)	সম্পত্তি পরিদর্শনের দিন ও সময়
১	মি. গৌরব রায় (ঋণগ্রহণকারী), মাতা- সুস্মিতা রায় এবং মিসেস সুস্মিতা রায় (সহ ঋণগ্রহণকারী), পিতা- রাখাল গুপ্তা, উভয়ের ঠিকানা : ৮২/৯ডি, বালিগঞ্জ প্লেস, বালিগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০১৯ (প.ব.)	০১ কাঠা ০৮ ছটাক (কিন্তু ডিড অনুযায়ী ১ কাঠা ৩ ছটাক) বাস্তু জমি সহ কমবেশি ১৩৭৬ বর্গফুট এলাকা যুক্ত দ্বিতল মার্বেল ফ্লোরিং বসবাসযোগ্য বিল্ডিংয়ের সমস্ত অংশ (যার গ্রাউন্ড ফ্লোর ৬৮৭ বর্গফুট ও ফার্স্ট ফ্লোর ৬৮৭ বর্গফুট সেটি এলওপি নং- ৮৬বি, সিএস দাগ নং- ৯০৪(পি), আরএস ও এলআর দাগ নং- ২২৯/১৩৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৮৬, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং- ৮, আরএস নং- ৪৫, তৌজি নং- ১৭২, ১৭৮, থানা- খড়দহ, এডিএসআরও- সোদপুর (পূর্বে ব্যারাকপুর), পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং- ১২, হোল্ডিং নং- ১২৬, নিউ কলোনী রোড, কলকাতা- ৭০০১১৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় সমস্ত সুযোগ সুবিধাসহ রয়েছে। সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ— উত্তরে- এলওপি নং- ৮৪ (খোকন রায়), দক্ষিণে- এলওপি নং ৮৬এ (শীলা চ্যাটার্জি), পূর্বে ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পশ্চিমে- এলওপি নং- ৮৭ (দুর্গা ভট্টাচার্যের বাড়ি)। ডিড নং- I-১১৫৬৮/২০২৩ অনুযায়ী মি. গৌরব রায়, মাতা সুস্মিতা রায়ের পক্ষে সম্পত্তিটি রয়েছে।	২২.০৯.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৩৬,২৯,৫৮৫.২৫ টাকা (ছত্রিশ লাখ উনত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি টাকা ও পঁচিশ পয়সা মাত্র) ২১.০৯.২০২৫ তারিখ অবধি সুদ সহ এর ওপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ	১৯.১১.২০২৬ সময় : দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা	৩৭,০৪,০০০/- ৩,৭০,৪০০/- ১০,০০০/-	সিম্বলিক	যেকোনো কার্য দিবসে অগ্রিম অ্যাপয়ন্টমেন্ট সহ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে)
২	মি. অর্ণব দে (ঋণগ্রহণকারী), পিতা- তাপস দে, ঠিকানা : সিই-৪৫, জ্যাংড়া চৌমাথা, রাজারহাট গোপালপুর, জ্যাংড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৯	বন্ধকী সমতুল সম্পত্তিটি এক বসবাসযোগ্য ফ্ল্যাট (২ বেডরুম, ১ ডাইনিং এরিয়া, ১ কিচেন, ২ বাথরুম ও ২ ব্যালকনি) সহ ফার্স্ট ফ্লোরে ৭২০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া এবং ৮৬৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ মৌজা- জ্যাংড়া, জেএল নং- ১৬, রে.সা. নং- ১১৪, তৌজি নং- ৩০২৭, আরএস খতিয়ান নং- ৪০৬, আরএস দাগ নং- ১০৮৫, এলআর দাগ নং- ২২০ ও ২২২, সিএস খতিয়ান নং- ৬৬৮, ওয়ার্ড নং- ১১, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কমবেশি ০২ কাঠা ১ ছটাক ০ বর্গফুট এলাকা সহ থানা- বাগুইহাটি, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ (জমির চৌহদ্দি ডিড অনুযায়ী)— উত্তরে- ৪ তল বিল্ডিং, পূর্বে- অন্যদের জমির প্লট, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া রোড, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া রোড। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি (ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের ওপর ভিত্তি করে)— উত্তরে- খোলা আকাশ, পূর্বে- অন্যদের সম্পত্তি/ খোলা আকাশ, দক্ষিণে- প্রবেশ, পশ্চিমে- রাস্তা/প্রবেশ। সম্পত্তিটি মি. অর্ণব দে'র নামে বুক- I, ভল্যুম নং- ১৫০২-২০২১, পৃঃ- ২৫৫৭২-২৫৫৯৮-তে ২০২১ সালের বিং নং- ১৫০২০০৭৭৬ অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর-I। উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধীকৃত রয়েছে।	১০.১০.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৩১,০৩,৮৪১.০৩ টাকা (একত্রিশ লাখ তিন হাজার আটশো একচল্লিশ টাকা ও তিন পয়সা মাত্র) (১১.১০.২০২৫ তারিখ থেকে এর পরে সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ)	১৯.১১.২০২৬ সময় : দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা	২৬,৪০,০০০/- ২,৬৪,৪০০/- ১০,০০০/-	সিম্বলিক	যেকোনো কার্য দিবসে অগ্রিম অ্যাপয়ন্টমেন্ট সহ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে)
৩	মি. দীপঙ্কর চ্যাটার্জি, পিতা- দিলীপ চ্যাটার্জি, ঠিকানা— (ক) ৮৬বি নিউ কলোনী, পোঃ- পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, খেলার মাঠের সামনে, ব্যারাকপুর- I।, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১১৪ (খ) ফ্ল্যাট নং- এ২ বিসি সেন রোড, থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৯	জি+৩ তল বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফটের সুবিধা ছাড়া কমবেশি ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ এক নিজস্ব বসবাসযোগ্য ফ্ল্যাট নং- এ২ সহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ১৯০ বর্গফুট গ্যারেজ নং- জি৪ যেটি মৌজা- তারাপুকুরিয়া, জেএল নং- ১২, তৌজি নং- ১৭৮, আরএস ও এলআর খতিয়ান নং- ২১, পরিবর্তিত খতিয়ান নং- ১০, এখন সংশোধিত খতিয়ান নং- ২২৫৯, আরএস ও এলআর দাগ নং- ৩৩০, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানায়, ওয়ার্ড নং- ২৪, হোল্ডিং নং- ৩৯, বি. সি. সেন রোড, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন- ৭০০১০৯-তে এডিএসআরও ব্যারাকপুর, বর্তমানে সোদপুরে ২০১৯ সালের ডিড নং- I-১৫০১০৮৫৫৯ অনুযায়ী ভল্যুম নং- ১৫০১-২০২০, পৃঃ- ১০৫৩৯৮-১০৫৪৪৩-তে ডিএসআর-I, উত্তর ২৪ পরগনায় সম্পত্তিটি দীপঙ্কর চ্যাটার্জি, পিতা- দিলীপ চ্যাটার্জির নামে নিবন্ধীকৃত রয়েছে। জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ — উত্তরে- যুধিষ্ঠির দাস, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া বি. সি. সেন রোড, পশ্চিমে- বি. এন. ঘোষের জমি।	০৩.১০.২০২৩ তারিখের হিসাবে ৩০৫২০৩৪.৬৩ টাকা (ত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার চৌত্রিশ টাকা ও তেষট্টি পয়সা মাত্র) (৩০.০৯.২০২৩ তারিখ অবধি সুদ সহ)	১৯.১১.২০২৬ সময় : দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা	৩০,৫৫,০০০/- ৩,০৫,৫০০/- ১০,০০০/-	সিম্বলিক	যেকোনো কার্য দিবসে অগ্রিম অ্যাপয়ন্টমেন্ট সহ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে)
৪	মি. উৎপল সরকার (ঋণগ্রহণকারী), পিতা- বিনয় সরকার, এম. জি.রোড, হোল্ডিং নং- ৫৮৫, ওয়ার্ড নং- ২৪, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদিয়া, প.ব.- ৭৪১১০১ এবং মিসেস মমতা সরকার (সহ ঋণগ্রহণকারী), স্বামী- মি. বিনয় সরকার, এম. জি.রোড, হোল্ডিং নং- ৫৮৫, ওয়ার্ড নং- ২৪, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদিয়া, প.ব.- ৭৪১১০১	বন্ধকী সমতুল সম্পত্তিটি জমি ও বিল্ডিং যার সার্ভে নং- ৫৯৮৯, যেটি প্লট নং ৫৯৮৯-তে বন্ধকী সমতুল এক বসবাসযোগ্য স্বাধীন বাড়ি সহ কমবেশি ৬.৬ ডেসিমেল এলাকা বিশিষ্ট ভিটি জমির একাংশ সহ দ্বিতল বসবাসযোগ্য বিল্ডিং, সেটি মৌজা- রুইপুকুর, জেএল নং- ৫২, এলআর দাগ নং- ৫৯৮৯, এলআর খতিয়ান নং- ৭৪০৩, হোল্ডিং নং- ৫৮৫, এম.জি. রোড, ওয়ার্ড নং- ২৪, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১১০১, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি, সিটি- কৃষ্ণনগর-I, জেলা- নদিয়া, রাজ্য- বাংলা, দেশ- ভারত, পিন- ৭৪১১০১-তে উৎপল সরকার ও মমতা সরকারের নামে রয়েছে। চৌহদ্দি — পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড (এম. জি. রোড), পশ্চিমে- দীপেন সাহার বাড়ি, উত্তরে- প্রবোধ চক্রবর্তীর বাড়ি, দক্ষিণে- নিরঞ্জন বরুই এর বাড়ি।	০১.০৯.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৩৩,৮০,২৭০.৭৪ টাকা (তেত্রিশ লাখ আশি হাজার দুশো সত্তর টাকা ও চুয়াত্তর পয়সা মাত্র)	১৯.১১.২০২৬ সময় : দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা	৪৩,৩০,০০০/- ৪,৩৩,০০০/- ১০,০০০/-	সিম্বলিক	যেকোনো কার্য দিবসে অগ্রিম অ্যাপয়ন্টমেন্ট সহ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে)
৫	মি. সাকিল আহমেদ আনসারি (ঋণগ্রহণকারী), পিতা- মি. আবদুল সালাম নিজামি ও মিসেস জিনাত পারভিন (জামিনদার), স্বামী- মি. সাকিল আহমেদ আনসারি, উভয়ের ঠিকানা- পূর্ব ইছাপুর, কদম্বগাছি, থানা- দত্তপুকুর, বারাসাত, বারাসাত-I, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৫ (প.ব.)	বন্ধকী সমতুল সম্পত্তিটি কমবেশি ২ কাঠা জমির মধ্যে ৩.৩০ ডেসিমেল জমির সমস্ত অংশ, যেটি মৌজা- কায়রা, জেএল নং- ১৪২, তৌজি নং- ১৪৬, রে.সা. নং- ১৩১, আরএস ও এলআর দাগ নং- ৫২১, এলআর খতিয়ান নং- ৫২০, ৫২৭, ৩২/১, ৫০৯, ১১৬০, ৭১২, এলআর খতিয়ান নং- ৬৪২৯, কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- দত্তপুকুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় সম্পত্তিটি মি. সাকিল আহমেদ আনসারি, পিতা- মি. আবদুল সালামের নামে ২০২২ সালের বিং নং- ১৫১৯০০৬৬৯ অনুযায়ী বুক- I, ভল্যুম নং- ১৫১৯-২০২২, পৃঃ- ২১৫০৪-২১৫৩১-তে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস- এডিএসআর কদম্বগাছি, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধীকৃত রয়েছে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি নিম্নরূপ — উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- রিম্পা খাতুনের জমি, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া কাঁচা প্যাসেজ, পশ্চিমে- নাসিরুদ্দিন আহমেদের জমি।	২০.০৮.২০২৫ তারিখের হিসাবে ২৫,৩০,৯৩৪.৯৪ টাকা (পঁচিশ লাখ ত্রিশ হাজার নয়শো চৌত্রিশ টাকা ও চুরানব্বই পয়সা মাত্র) (১৭.০৮.২০২৫ তারিখ অবধি সুদ সহ)	১৯.১১.২০২৬ সময় : দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা	৩০,০৫,০০০/- ৩,০৫,০০০/- ১০,০০০/-	সিম্বলিক	যেকোনো কার্য দিবসে অগ্রিম অ্যাপয়ন্টমেন্ট সহ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে)
৬	মেসার্স প্রিন্স এন্টারপ্রাইস (ঋণগ্রহণকারী), প্রযত্নে- মি. অভিষেক চ্যাটার্জি, পিতা- মি. সুব্রত কুমার চ্যাটার্জি ও মি. সুব্রত কুমার চ্যাটার্জি (জামিনদার), উভয়ের ঠিকানা— ১১/২ দেবকামিনীদেবী লেন, দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৭৬ (প.ব.)	১২ ছটাক এলাকা যুক্ত বাস্তুজমির সমস্ত অংশ, যেটি কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, মৌজা- দক্ষিণেশ্বর, জেএল নং- ৪, রে.সা. নং- ১, তৌজি নং- ৬৩, নতুন ওয়ার্ড নং- ১২, নতুন হোল্ডিং নং- ৫১৫ (পুরনো হোল্ডিং নং- ৮৭০), খতিয়ান নং- ১৭৬, আরএস দাগ নং- ৫৭৮, ১৪০, ১৪১, ১৩৯, ৫৭৮, ১৪০, ১৪১ ও ১৩৯, হোল্ডিং নং ও স্ট্রিটের নাম- ১১/২, দেবকামিনী দেবী লেনে মি. সুব্রত কুমার চ্যাটার্জির নামে ১৯৯৫ সালের টাইটেল ডিড নং- ২৩৬৬ অনুযায়ী এডিএসআর-কাশীপুর, দমদমে নিবন্ধীকৃত রয়েছে। উক্ত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি নিম্নরূপ — উত্তরে- কৃষ্ণচন্দ্র মুখার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে- রানি ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, পূর্বে- নিবারণ চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৬ ফুট কমন প্যাসেজ।	১৪.০৫.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৪১,১১,৪৩৯.৯২ টাকা (একচল্লিশ লাখ এগারো হাজার চারশো উনচল্লিশ টাকা ও বিরানব্বই পয়সা মাত্র) ১৪.০৫.২০২৫ তারিখ অবধি সুদ সহ	১৯.১১.২০২৬ সময় : দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা	১৯,১২,০০০/- ১,৯১,২০০/- ১০,০০০/-	সিম্বলিক	যেকোনো কার্য দিবসে অগ্রিম অ্যাপয়ন্টমেন্ট সহ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী জানতে নিম্নোক্ত লিঙ্ক দেখতে পারেন : **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** ও **https://baanknet.com** ইচ্ছুক বিডাররা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন **মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৭৪৮৬৬।**

(১) বিক্রয়টি সিকিওরড ক্রেডিটর ব্যাঙ্ক দ্বারা চূড়ান্ত করার বিষয়।
(২) সম্পত্তিগুলি সিম্বলিক পজেশনে রয়েছে এবং যে বিডার সম্পত্তিটি কিনবেন তাঁকে নিজস্ব ঝুঁকি ও দায়িত্বে সম্পত্তিটি সিম্বলিক পজেশনে কিনতে হবে।
(৩) ব্যাঙ্ক সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ কেবলমাত্র সিম্বলিকভাবে হস্তান্তর করবে এবং সফল অকশন বিডার / ক্রেতা ব্যাঙ্কের কাছে ফিজিক্যাল পজেশন দাবি করতে পারবেন না।
(৪) ফিজিক্যাল পজেশনের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ি থাকবে না।
(৫) সফল অকশন ক্রেতা কোনোরকম সুদ ও টাকা ফেরত দাবি করতে পারবেন না।
(৬) সফল অকশন ক্রেতাকে ই-অকশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় নিশ্চিত করতে উক্ত শর্তাবলীর ডিক্লেরেশন কাম আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে।
(৭) বিক্রয়ের পরে যদি সফল বিডার ডিক্লেরেশন কাম আন্ডারটেকিং জমা দিতে ব্যর্থ হন তাহলে বিড ইএমডি মূল্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬,
স্থান: কলকাতা

নাম : শ্রী সঞ্জীব কুমার মিশ্রা
অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

জেলা খেলা

এমএলএ কাপে চ্যাম্পিয়ন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাদশ



রূপেশ খাঁ, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত এমএলএ কাপ মেগা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর খেতাব জিতল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাদশ। ফাইনালে অভিনন্দন বর্তমান একাদশকে ৪-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। দলের অধিনায়ক পবিত্র হাঁসদা ফাইনালে জোড়া গোল করেন। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার পাশাপাশি ফাইনালের সেরার পুরস্কারও পান তিনি। পুরস্কার হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি ইলেকট্রিক স্কুটি। প্রতিযোগিতার সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একাদশের ঝন্টু লোহার। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার, বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুদীপ চক্রবর্তী ও বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা-সহ পুলিশ আধিকারিক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা। বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা জানান, সকলের সহযোগিতায় তাঁর স্বপ্নের এই প্রতিযোগিতা সফল ভাবে শেষ হয়েছে। আগামী বছরও প্রতিযোগিতা আয়োজনের পাশাপাশি প্রতি বছর এটিকে আরও উন্নত করার আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

সিআইএল কাপ

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা : সিআইএল কাপের কৃষ্ণনগর জোনাল পর্বে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল যথাক্রমে কল্পনা ট্রাস্ট ও রামনগর হাই স্কুল বহরমপুর। দুই দলই টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে। এই সাফল্যের সুবাদে পুরুলিয়ায় হতে চলা সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করল তারা। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে কল্পনা ট্রাস্ট হারায় বদুড়িয়া ডি কে এম-কে। মোট ১১টি দল এই বিভাগে অংশ নিয়েছিল। তৃতীয় স্থানে শেষ করে মেজিয়া এফসি, চতুর্থ হয় চন্দ্রমণিদাস রেসিডেনশিয়াল ফুটবল অ্যাকাডেমি। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন প্রীতম মাইতি। মহিলা বিভাগের ফাইনালে রামনগর হাই স্কুল বহরমপুরের কাছে হার মানে হাবিবা স্পোর্টিং ক্লাব। চারটি দলের এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয় বসিরহাট সেন্ট একাদশ ফুটবল কোচিং সেন্টার ও চতুর্থ স্থানে শেষ করে কল্পনা ট্রাস্ট। মহিলা বিভাগের ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হন সুলতানা রিজিয়া। কৃষ্ণনগর পর্বের লড়াই পেরিয়ে এবার পুরুলিয়ার সেমিফা